অরিন্দম চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষালাভ করে কলকাতা, লন্ডন, সিয়াটল, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর সুদীর্ঘকাল আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিমান এই দার্শনিকের *ভাতকাপড়ের ভাবনা* বইটি আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত।

অনুষ্টুপ প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

১। *দেহ গেহ বন্ধুত্ব ছটি শারীরক তর্ক*

২। *দেহ থেকে সন্দেহ: লোকায়ত দেহাত্মবাদ সংশয়বাদ ও দুহাত তোলা বস্তুবাদ*

প্রচ্ছদ ভাষা চক্রবর্তী

ISBN: 978-93-88123-04-4

আমাদের সব তপস্যা ও রোমাঞ্চের, শোকের ও শ্লোকের, ব্যাধি ও বোধের বাসা এই ‘গা’-এর দর্শন আগা-পাছ-তলা আলোচিত হল *এ তনু ভরিয়া : দর্শন আপাদমস্তক* গ্রন্থে, পূর্বপশ্চিমের সাহিত্য ও ফিলসফির অনুষঙ্গ ছড়িয়ে।

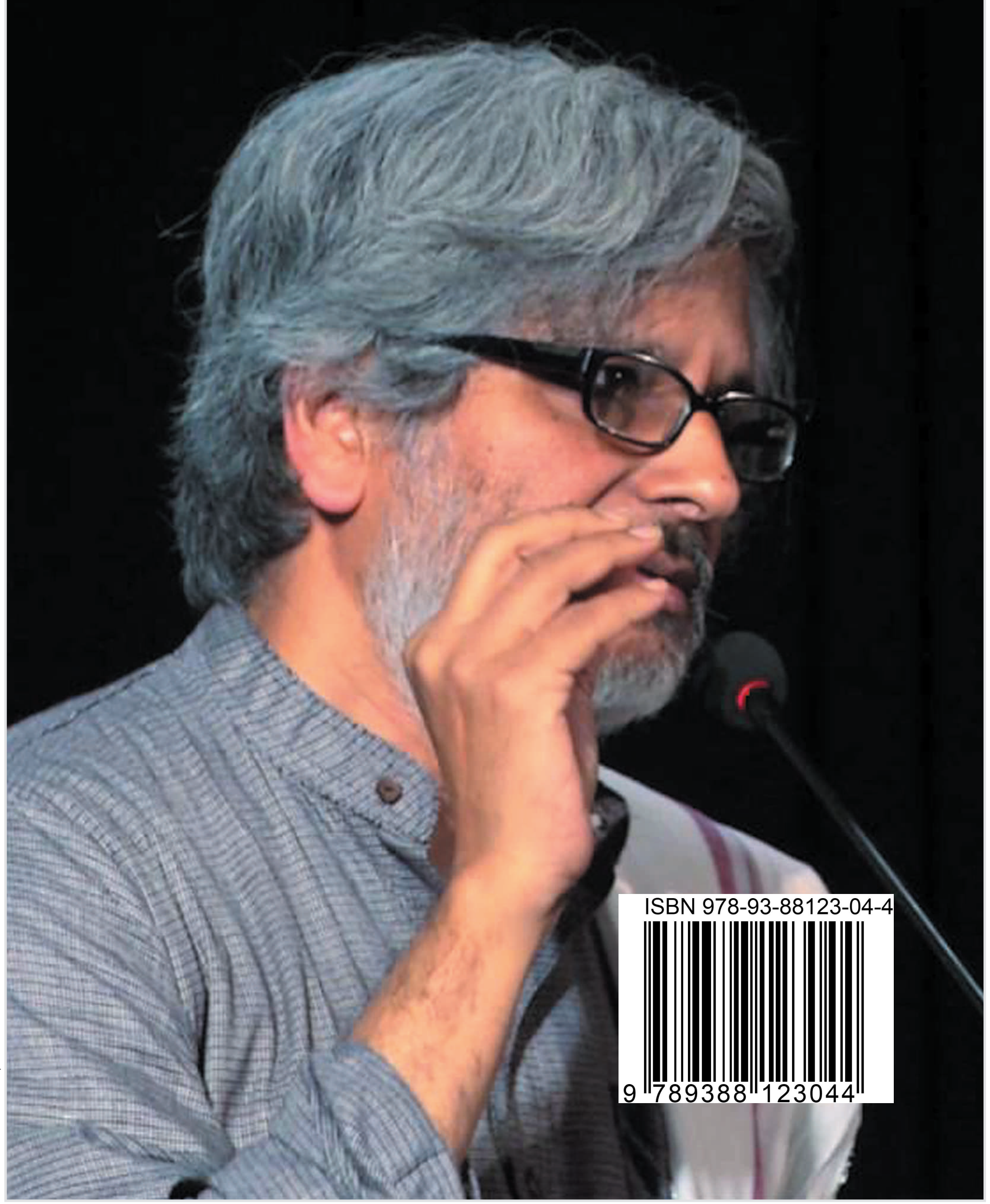

ISBN 978-93-88123-04-4

9 789388 123044

এ তনু ভরিয়া : দর্শন আপাদমস্তক • অরিন্দম চক্রবর্তী

অনুষ্টুপ

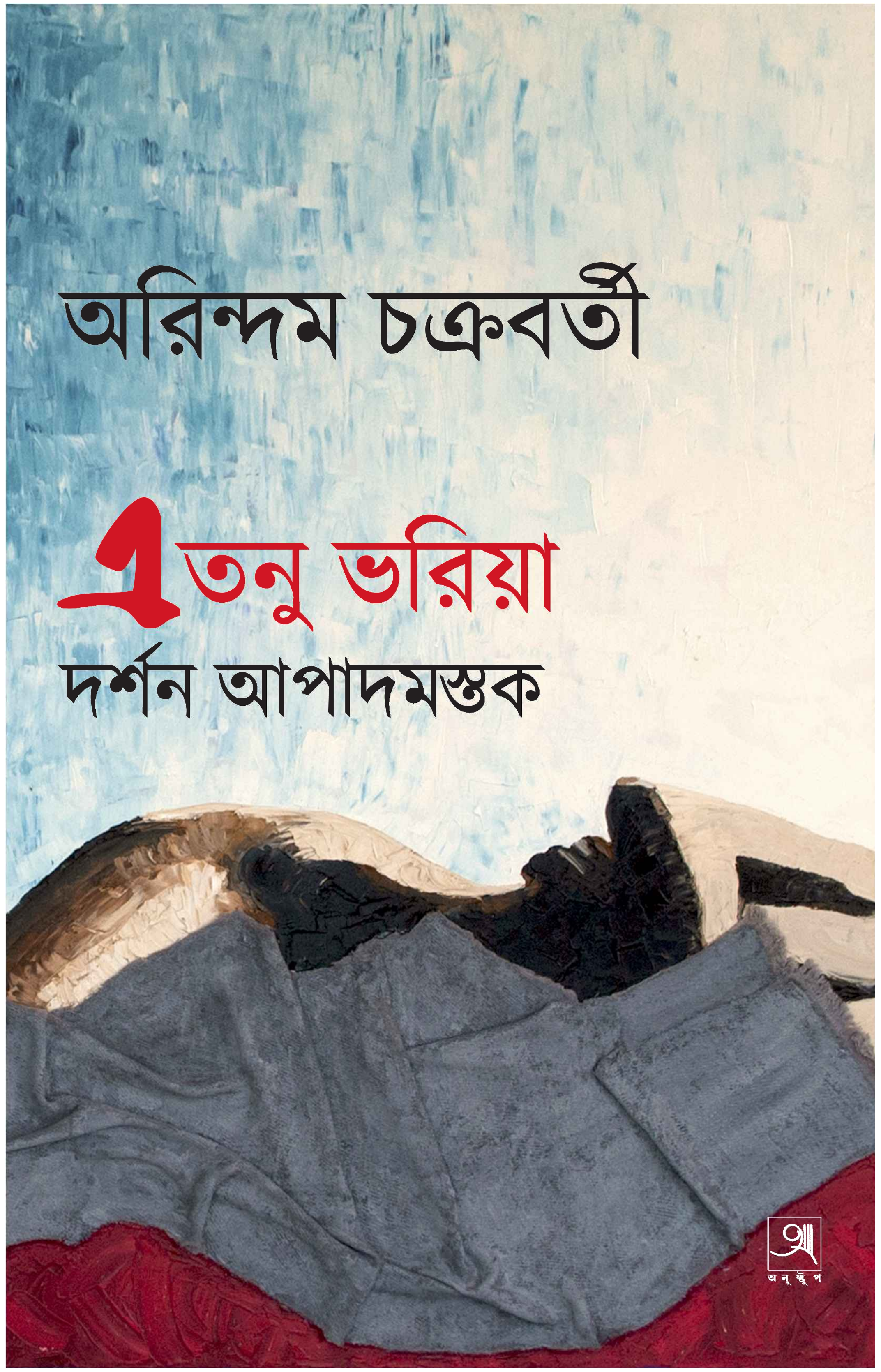

অরিন্দম চক্রবর্তী

এ তনু ভরিয়া
দর্শন আপাদমস্তক

অনুষ্টুপ

বিষয়বস্তু শরীর ইংরিজিতে বিষয়বস্তু কে বলে ‘সাবজেক্ট ম্যাটার’। এর মধ্যে ‘সাবজেক্ট’ মানে যেমন উত্তমপুরুষ—চৈতন্যময় আমি, ‘ম্যাটার’ মানে তেমনি অচেতন জড় পদার্থ। শরীর এমনি এক জড়চেতন সংবিৎভরা হাড়মাংসচামড়ার খাঁচা যার ভিতরে বসেই আমাদের মুক্তি আলোয়, আকাশে, ধূলায় ধূলায়, ঘাসে ঘাসে।

এই শরীরের ‘কালে’ বিস্তৃতি জন্ম থেকে জরা, মরণ পর্যন্ত। ‘দেশে’ অর্থাৎ স্থানে বিস্তৃতি মাথা, হাত থেকে পা পর্যন্ত। দেহের এই জন্ম, জরা, মুখ, মগজ, কর, চরণ নিয়ে অধ্যায়ের পর অধ্যায় পেরিয়ে এই গ্রন্থে বুঝবার চেষ্টা করি এর রোগব্যাধির অনুভূতি জগৎটাকে। প্রসঙ্গক্রমে ওঠে মরণশীল এই শরীরের সৌন্দর্যের কথা। শ্রবণ-ইন্দ্রিয় দিয়ে গান শুনি যখন তখন কি শরীর ব্যবহার করে উপভোগ বা কল্পনা করছি নাকি মন বুদ্ধি দিয়ে? মন ভেতরে, শরীর বাইরে—এ ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত আমাদের যখন পেটে ব্যথা হয়—সে ব্যথা আমি ছাড়া কেউ টের পায়না কেন? পেট তো মন নয়। পেট তো শরীর—মস্তিষ্ক যেমন শরীর—যেখানে বুদ্ধি গজায়। যাঁরা আমাদের মতো বুদ্ধি,—মানে কথা বেচে খায় তারা কি দেহ বেচে খাচ্ছে? ‘দেহ বিক্রী করা’ বললেই আমরা গণিকা বৃত্তির কথা ভাবি অথচ রামপ্রসাদ গানে লিখেছেন, ‘আমি দেহ বেচে ভাবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি’।

আমাদের সব তপস্যা ও রোমাঞ্চের, শোকের ও শ্লোকের, ব্যাধি ও বোধের বাসা এই ‘গা’-এর দর্শন আগা-পাছ-তলা আলোচিত হল *এ তনু ভরিয়া: দর্শন আপাদমস্তক* গ্রন্থে, পূর্বপশ্চিমের সাহিত্য ও ফিলসফির অনুষঙ্গ ছড়িয়ে।

দাম ৪০০ টাকা

সূচি

প্রস্তাবনা: এই কদর্য কমনীয় কলেবর ৯
মুখ, মাথা, মগজ: চিন্ময়মাংসের রহস্য এবং 'আমি'র ঠিকানা ১৭
জন্মাশ্চর্য ৩৪
আছে তো হাতখানি ৪৯
ব্যাধি-বিবেক: অসুখের ভিতরের কথা ৬৯
জরামর্শ ৯৬
শুনি, কেবল শুনি ১১৩
মস্তকবিক্রয় এবং বোঝার বোঝা ১২৬
কোন বিদ্যার আরাধনা ১৩৮
সৌন্দর্যের মৃত্যু, মৃত্যুর সৌন্দর্য ১৪৫
চরণ-চিন্তন ১৪৯

পরিশিষ্ট

'সব পাখি ঘরে ফেরে': ঘর ছেড়ে ঘরে ফেরার বাস্তু-দর্শন ১৬৯
দেহতত্ত্বের কথামুখ ১৮৭
যুক্তি, তক্কো, না বীভৎস বাগ্‌যুদ্ধের গপ্পো? ১৯৩
জন্মভোলা ১৯৮
যন্ত্র-না ১৯৯
উত্তমপুরুষ বহুবচন ২০০

প্রস্তাবনা

এই কদর্য কমনীয় কলেবর—কুৎসিতের রসসুন্দর আত্মসংস্কৃতি

১

ধ্বন্যালোকের 'লোচন' টীকার প্রথম উদ্দ্যোতের প্রায় গোড়ার দিকেই অভিনবগুপ্ত, যা কখনো ঘটেনি অর্থাৎ যা বাস্তব-বিরুদ্ধ তা-ও কল্পনার দ্বারা 'যদি হ'ত'—এভাবে ভাবার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এক বিচিত্র নিরলংকার শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

'যদি নামাস্য কায়স্য যদন্তস্তদ্বহির্ভবেৎ।
দণ্ডমাদায় লোকোঽয়ং শুনঃ কাকাংশ্চ বারয়েৎ॥'

যদি, ধরা যাক্, যদি এই শরীরের ভিতরে যা আছে (সেই নাড়ীভুঁড়ি-অন্ত্র-পিত্ত বিষ্ঠা-চর্বি) তা বাইরে থাকতো, তাহলে লোককে সারাক্ষণ লাঠি নিয়ে কাক কুকুর তাড়াতে হত।

শরীর নিয়ে—মানে আমার বা আপনার কোনো বিশেষ মানুষ বা মানুষীর শরীর নয়—শরীর সামান্য, যাকে বলে দেহত্বাবচ্ছিন্ন দেহমাত্রকে, নিয়ে ভাবতে গেলেই দু-রকম অর্থে 'ভিতর বনাম বাহিরের' কথা উঠে পড়ে। এক হল: শারীরিক অর্থে ভিতর আর বাহির। বাইরে টানটান চক্চকে অথবা শিথিল কুঞ্চিত ফর্সা অথবা কালো চামড়া; ভিতরে রক্তাক্ত শিরাধমনী স্নায়ু নাড়ীতে ভরা মাংসপেশী। দুই হল: বাইরে অন্য লোকের হাতের ধরাছোঁয়া চোখে

দেখার গোচর কলেবর, ভিতরে একটিমাত্র উত্তমপুরুষ একবচনের মানসপ্রত্যক্ষ-যোগ্য অন্তর—আবেগ অনুভূতি চেতনার রাজ্য। দ্বিতীয় অর্থে নিলে, নাড়ীভুঁড়ি এমনকি মাথার ঘিলুকেও তো আমরা 'অন্তর' বলি না! আজকাল যখন উদ্ভাবনী বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির ব্যায়ামকে 'মগজে ঝড়তোলা' (Brain Storming) বলে, তখন আমার অস্বস্তি হয়।

২

এই দুইরকম অন্তর-বাহিরের পাশাপশিই ওঠে সুন্দর-কুৎসিতের দ্বন্দ্ববিরোধ। যোগবাসিষ্ঠ মহারামায়ণে প্রথম 'বৈরাগ্যপ্রকরণে' দেহটা কত নোংরা, কত কদর্য, কত বার্ধক্য ও ব্যাধির ধুলোময়লায় আচ্ছন্ন একটা গর্ত-কোটর-ক্লেদাক্ত নড়বড়ে গাছের মতো—তা যেমন বলা হয়েছে, পরে 'স্থিতিপ্রকরণে' এই দেহকেই আবার তেমন প্রশংসা করা হয়েছে এক সুন্দরী রম্যা নগরী হিশেবে, যার মধ্যে চিৎশক্তি লীলা বিলাস করছে—যার আকাশে জ্ঞানসূর্য উজ্জ্বল রোদ ছড়াচ্ছে। 'নির্বাণপ্রকরণে' তো দেহকে উচ্চতম প্রশংসা করে বলা হয়েছে—'জল' আর 'অপ্' যেমন সমার্থক শব্দ; 'ব্রহ্ম' শব্দ; আর 'দেহ' শব্দও তেমনই সমানার্থক—এদের মধ্যে একটুও অর্থের পার্থক্য নেই! অত উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক পঙ্ক থেকে পদ্ম, অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোময় দেহতত্ত্বের দিকে না গিয়েও আমরা কাব্যে, সাহিত্যে দেহ-মনের সৌন্দর্য অসৌন্দর্য বিচার দেখতে পাই এই ভাবে। এক অপরূপ তনুমধ্যা চন্দ্রমুখী বরবর্ণিনীর বাইরেটা যেমনি আকর্ষণীয়, তার কুটিল মনটা অথবা বিষ্ঠা-মূত্র-অন্ত্র-রক্তকৃমিভরা, ভেতরটা তেমনি কুৎসিত—একথা কোনো বৈরাগ্য-সাধক সন্ন্যাসী অথবা ব্যর্থ প্রেমিক পুরুষ ভাবতেই পারে। পাশাপাশি নোতরদামের ন্যুব্জপৃষ্ঠ বিকটদর্শন বাইরে কুৎসিত দেহধারী মানুষটির ভিতরে এক সৎ ও সুন্দর প্রেমিক মন লুকিয়ে থাকতে পারে।

দুটো চোখের ছিদ্র, দুটো কানের ফুটো, দুটো নাসারন্ধ্র, মুখের হাঁ, শরীরের অধোভাগে সামনে-পেছনে দুই মলমূত্রদ্বার—এই নয় দরজার এই দেহবাড়ীর বীভৎসতার মধ্যেই যে অদ্ভুত রসচমৎকার আস্বাদন করেছে—নেচার থেকে কালচার নির্মাতা 'আত্ম সংস্কৃতি'-শিল্পী মানুষ, তা সৌন্দর্য দর্শনের মূল উপজীব্য হওয়া উচিত।

তিব্বতী মহাযান বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদের প্রিয় গ্রন্থ *কালচক্রতন্ত্র*, *চক্রসংবরতন্ত্র* এবং *মহাবৈরোচনতন্ত্র* গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই—শৃঙ্গার, করুণ, বীর, রৌদ্র, হাস্য, বীভৎস, ভয়ানক, অদ্ভুত এবং শান্ত এই ন'টি

রসের এক একজন করে অধিষ্ঠাতা 'বুদ্ধ'কে ধ্যান করা হয়েছে। আমরা চিত্রে, ভাস্কর্যে ও মনশ্চক্ষে পদ্মপাতার মতো অর্ধনিমীলিত চোখ, সুঠাম আঙুলে জ্ঞানমুদ্রা, পদ্মাসনস্থ তথাগতের যে ধ্যানসুন্দর চেহারা দেখি, তাতে আশা করি ইতিহাসের শাক্যমুনি সিদ্ধার্থ গৌতম হবেন শান্তরস, অথবা বড়োজোর পরদুঃখে কাতর বলে করুণরসের দেবতা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, বৌদ্ধতন্ত্রে শুদ্ধোদন ও মায়াদেবীর পুত্র বুদ্ধদেবকে বলা হয়েছে *বীভৎস* রসের আরাধ্য দেবতা। কেন?

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে যে অধ্যায়ে রাজপ্রাসাদে বিষণ্ণ তরুণ সিদ্ধার্থের মন ভুলিয়ে রাখবার জন্য অনেক সুন্দরী নর্তকী ও গায়িকা-বাদিকা এনে সারা রাত নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়েছে—সংসার ত্যাগের ঠিক আগেকার সেই রাত্রিশেষের বর্ণনাটি পড়লে আমরা খানিকটা আঁচ পাই যে, বুদ্ধের নির্বাণ-অভীপ্সার শান্ত রসের পশ্চাতে স্থায়ী ভাব হল নির্বেদ বা বৈরাগ্য। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতারের 'ধ্যানপারমিতা'র শ্লোকে এই বৈরাগ্যের পেছনে দেখতে পাই নরনারী শরীরের অলংকার দিয়ে ঢেকে রাখা বীভৎসতার উন্মোচন—

'যত্রাচ্ছনেঽপ্যয়ং রাগঃ তদচ্ছন্নং কিম্ অপ্রিয়ম্।
নচেৎ প্রয়োজনং তেন কস্মাচ্ছন্নং বিমৃদ্যতে?॥
যদি তে নাঽশুচৌ রাগঃ কস্মাদালিঙ্গ্যতে পরম্?
মাংসকর্দমসংলিপ্তং স্নায়ুবদ্ধাস্থিপঞ্জরম্॥
মাংসোচ্ছ্রয়ম্ ইমং দৃষ্ট্বা গৃধ্রৈরন্যৈশ্চ ভক্ষিতম্।
আহারঃ পূজ্যতেঽন্যেষাং স্রক্‌চন্দনবিভূষণৈঃ॥

—*বোধিচর্যাবতার* ৮/৪৫-৫১

যদিও বৈরাগ্যসঞ্চারের প্রকট উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হওয়ার ফলে আচার্য শান্তিদেবের এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে কাব্যগুণ কম, তবু মূল ভাবটি শ্রমণ-সাহিত্যের শান্তরসে উপস্থাপিত হয়েছে:

> যখন এই অশুচি মাংসময় শরীরটি সুদৃশ্য চামড়ায় ঢাকা ছিল, তখন তোমার তাতে এত অনুরাগ; আর আজ নিরাবরণ হয়েছে বলে তাতে এত ঘৃণা? মাংসের কাদামাখা, স্নায়ুর দড়ি দিয়ে বাঁধা এই হাড়ের খাঁচাটিকে আলিঙ্গন করার জন্য যে ছুটে চলেছ, এই শরীরই তো শকুন ও অন্যান্যদের খাদ্য হবে; তাহলে এই কাক-শকুনের আহার্য মাংসপিণ্ডকে মালা-চন্দন- অলংকার দিয়ে সাজিয়ে পুজো করতে কেন চাও?